بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৬ আগস্ট ২০২১

ন্যাশনাল ইজতেমার মাঝে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানির সদস্যবৃন্দ

"একজন প্রকৃত মুমিনের এটি একটি বৈশিষ্ট্য যে, প্রতিটি সুযোগে তিনি আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ (একত্ব) প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট থাকেন"
— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২১ আগস্ট ২০২১, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) জার্মানির ন্যাশনাল ইজতেমার সময়ে এর সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রায় ১,৫০০ সদস্য (জার্মানির) ফ্রাঙ্কফুর্টের এফএসভি স্টেডিয়াম থেকে অনলাইনে এ সভায় যোগদান করেন। এবার দুই বছরের ব্যবধানে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হলো; কেননা, কোভিড-১৯ জনিত বিধি-নিষেধের কারণে ২০২০ সালের ন্যাশনাল ইজতেমার আয়োজন করা সম্ভব হয় নি।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ ধর্ম ও সমসাময়িক সমস্যাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসকে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পান।

অংশগ্রহণকারীদের একজন হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তাঁর কাজ এবং দায়িত্ব তাঁর কাছে কঠিন মনে হয় কিনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“অবশ্যই, যদি আপনি নিজের কাজ যথাযথ যত্নের সাথে সম্পন্ন করেন, তবে এটি কঠিন। কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা একে সহজ করেন এবং কাজ সম্পন্ন হয়। প্রায় প্রতিদিন আমি সেই দিনের জন্য নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করতে সমর্থ হই। কিন্তু, আমি তবুও চিন্তিত থাকে যে, আমি আমার ওপরে ন্যস্ত দায়িত্বের দাবিগুলো পূরণ করতে পারি কিনা, আর দুশ্চিন্তা করি যে, যদি আমি তা না করতে পারি, তবে আমি হয়তোবা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিতে নিপতিত হবো। সুতরাং, এদিক থেকে এটা কঠিন। অন্যথায়, কেউ যদি তার ওপরে অর্পিত যে-কোনো দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতে চান, তার জন্য এটি কঠিন এবং এর জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।”

সভার শেষাংশে হুযূর আকদাস ইজতেমায় সমবেত হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ইজতেমা কেবল তখনই আপনাদের জন্য কল্যাণকর হবে, যদি আপনারা এর প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করেন। যদি কেউ তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবহিত থাকেন, তবে তার কাজের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেন, 'আমি মানুষকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' একজন আহমদী মুসলমানের জানা উচিত এটি তার জীবনের উদ্দেশ্য। তাকে খোদা তা'লার সাথে এক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে; আর তাই বিভিন্ন ইজতেমা, তরবিয়তী সভা-সমাবেশ এবং আপনাদের জলসা — যা অদূর ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে — এসব আয়োজনের উদ্দেশ্যই হলো মানুষের নৈতিক, শিক্ষাগত ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। জ্ঞান লাভের পর, যদি আপনারা একে নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করেন এবং এর ওপর অনুশীলন না করেন, তবে এ সকল সভা-সম্মেলন আয়োজনে কোন লাভ নেই।"

জুলাই মাসে দেশের বিভিন্ন অংশে যে বন্যা সংঘটিত হয়েছিল তাতে ক্ষতিগ্রস্ত জার্মানির মানুষের সেবায় খোদ্দাম যেভাবে নিঃস্বার্থ সেবা প্রদান করেছে, হুযূর আকদাস তার প্রশংসা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সম্প্রতি জার্মানিতে বন্যার সময়, জার্মান খোদ্দাম নিষ্ঠাপূর্ণভাবে দেশের মানুষের সেবা করেছে এবং তারাও (দেশের মানুষ) আপনাদের প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন। সেই সকল খোদ্দাম, যারা এ সকল কাজে অংশ নিয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করুন। মানুষের ওপর এর ভালো প্রভাব পড়েছে। আল্লাহ্ করুন যে, এর ইতিবাচক প্রভাব যেন কেবল বাহ্যিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং, এর এক আধ্যাত্মিক প্রভাবও প্রকাশিত হোক। আপনাদের সেই সকল এলাকায় যাওয়া অব্যাহত রাখা উচিত। এখন যেহেতু একবার আপনারা তাদের সেবা করেছেন, তাদের কাছে ভালোবাসা ও শান্তির বাণী আপনাদের পৌঁছে দেওয়া উচিত; যেন তাদের মধ্য থেকে আরো মানুষের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ... একজন প্রকৃত মুমিনের এটি একটি বৈশিষ্ট্য যে, প্রতিটি সুযোগে তিনি আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ (একত্ব) প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট থাকেন এবং ইসলামের সত্য বাণী প্রচারের চেষ্টা করেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এসব কিছু করার তৌফিক দান করুন।"